প্রথম আলো

তারিখ .. AUG. 30 2006

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় অচল

শিক্ষকদের প্রতিরোধে নিয়োগ বোর্ড বাতিল, ছাত্রদের প্রতিরোধে বাস লেনি, তবু অনড় উপাচার্য

জালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমদ বলেছেন ার্যের নির্দেশেই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি, চলে যেতে হলে তার নির্দেশেই যাব।'

ব্যাপক দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কেরা তার অপসারণ দাবি করলেও উপাচার্য বলেছেন, তিনি স্বপদে বহাল থাকবেন। প্রথ লকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গত সোমবার তিনি এ কথা বলেন।

উপাচার্যের অপসারণের দাবি জানিয়ে আচার্য বরাবর ডিনদের পাঠানো চিঠির ব্যাপারে ড সলেহ উদ্দিন বলেন, ডিন কমিটির চেয়ারম্যান হচ্ছেন উপাচার্য। তাকে না জানিয়ে কিসের জন রা চিঠি দিয়েছেন তা আমার জানা নেই।

উপাচার্য পদত্যাগের দাবি নাকচ করে দিলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ শিক্ষকেরা বলেছেন ই পদত্যাগ না করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পরিস্থিতি কোনোভাবেই স্বাভাবিক হবে না। 'মোসলে ন সরাও, শাবি বাঁচাও' এবং 'বেতন বোর্ড বাতিল করো' স্লোগানে গতকাল মঙ্গলবার তার স্ট্রার ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন। সকাল ১০টায় ধর্মঘট শুরুর এক ঘণ্টা ায় উপাচার্য দপ্তর থেকে 'অনিবার্য কারণবশত নিয়োগ বোর্ড স্থগিত' এমন ঘোষণা জানানো হলে কেরা ধর্মঘট তুলে নেন। পরে তারা সেখানে সমাবেশ করেন।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকদের আহ্বায়ক ড. আখতারুল ইসলাম বলেন, উপাচার্য পদত্যাগ ন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নিয়োগ দেওয়া যাবে না।

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

নিয়োগ বোর্ড বাতিল

শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়োগ বোর্ড থেকে অব্যাহতি চেয়ে অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. রেজা করিম খন্দকার গতকাল রেজিস্ট্রার বরাবর চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান পরিস্থিতিতে নিয়োগ দান প্রাসঙ্গিক নয় বলে জানিয়েছেন।

অন্যদিনের মতো ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও গতকাল ধর্মঘট পালন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ বিভাগে ক্লাস হয়নি। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের বাধার মুখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন রুটে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত ভেস্তে যায়।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গত সোমবার উপাচার্য তার কার্যালয়ে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী নেতা ও শিক্ষকদের নিয়ে মতবিনিময় সভা করেন। বৈঠকে মঙ্গলবার থেকে পুলিশ পাহারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রুটে বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন প্রশাসক ড. হাবিবুল আহসান জানান, পুলিশ নিরাপত্তা জোরদার করতে না পারায় বাস চলাচলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘটের সমর্থনে গতকাল সকাল আটটায় স্থানীয় মদিনা মার্কেট এলাকা থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ ক্যাম্পাসের মূল ফটকের ২০০ গজ দূরে তাদের আটকে দেয়। পরে ওই স্থানেই সংগ্রাম পরিষদ সমাবেশ করে।

সংগ্রাম পরিষদ সিলেট জেলার সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান সেলিমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন আব্দুর রকীব বাবলু, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ নেতা এইচ এম ফারুক আহমদ, গোলাম কবির, মোস্তাফিজুর রহমান রাজু, খালেদ আল আমিন, আসাদুজ্জামান রোমান, আবদুস সালাম প্রমুখ।

ডানপন্থী একাধিক শিক্ষক জানান, ধর্মঘটের ফলে উদ্ভূত সংকটময় পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শিক্ষকেরা ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন করলেও 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক আছে' বোঝাতে তাদের ক্লাস ও পরীক্ষা নেওয়ার জন্য